# বন্ধুবিয়োগ

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।



"का तव कान्ता कस्ते पुत्रः
संसारोऽयमतीव विचित्रः !"
शङ्कराचार्य्य।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।

সন ১২৭৭।

( ১২৬৬ সালে রচিত। )

শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

মাননীয় মিত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় করকমলে উপহারস্বরূপ এই পুস্তক প্রীতিপূর্ব্বক সমর্পণ করিলাম।
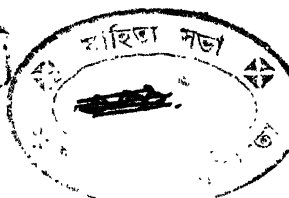
# বন্ধুবিয়োগ

## প্রথম সর্গ।

---

Full many a gem of purest ray serene,
"The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

গ্রে।

কোথা প্রিয় পূর্ণচন্দ্র কৈলাস বিজয়,
ভোলা মন, খোলা প্রাণ, মিত্র সহৃদয়!
কেটেছে শৈশব কাল তোমাদের সনে,
সরল হৃদয়ে, সুখে, প্রফুল্ল বদনে।
না ভাবিতে ভিন্ন ভাব, না জানিতে ছল,
কহিতে মনের কথা খুলিয়ে সকল।
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মন প্রাণ,
একের কথায় কেহ না করিতে আন।

একের সম্পদ যেন সবার সম্পাদ,
একের বিপদে বোধ সবার বিপদ।
মনের দেহের বল সকলের সম,
আমরা ছিনু না প্রায় কেহ বেসি কম।
কেহ যদি কোন খানে পাইত আঘাত,
সকলের শিরে যেন হ'ত বজ্রপাত।
তৎক্ষণাৎ উঠিতেম প্রতীকার তরে,
পড়িতেম বিপক্ষের ঘাড়ের উপরে।
কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা,
সবে মিলে করিতেম তাহাকে লাঞ্ছনা।
স্নানের সময় পড়িতেম গঙ্গাজলে,
সাঁতার দিতেম মিলে একত্রে সকলে।
তুলার বস্তার মত উঠিতেছে ঢেউ,
ঝাঁপাতেছে, লাফাতেছে, গড়াতেছে কেউ।
আহ্লাদের সীমা নাই, হোহো কোরে হাসি,
নাকে মুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি।
তবু কি নিবৃত্তি আছে, ধুম বাড়ে আরো,
ডুবাডুবি লুকাচুরি খেল যত পার।
দিবসের পরিণামে ভাগীরথীতীরে,
ক জনেতে বেড়াতেম পদচারে ফিরে।
ঝুর ঝুর সুমধুর শীতল সমীর-
হিল্লোলে জুড়ায়ে যেত ক্লান্তন শরীর।

অস্তাচলে যাইতেন দেব দিবাকর,
হেরিতেম পশ্চিমের শোভা মনোহর।
জাহ্নবীতরঙ্গে রঙ্গে তরী বেয়ে বেয়ে,
নাবিকেরা দাঁড় টানে গান গেয়ে গেয়ে।
চিনের বাদাম কিনে মাজখানে থোরে.
খেতেম সকলে মিলে কাড়াকাড়ি কোরে।
হেসে খেলে কোথা দিয়ে কেটে যেত দিন,
সে দিন কি দিন, হায় এ দিন কি দিন!
পূর্ণচন্দ্র! ছিলে তুমি পূর্ণ দয়া গুণে,
কেঁদে ভেসে যেতে ভাই পর দুখ শুনে।
তাদৃশ ছিল না কিছু সঙ্গতি তোমার,
কোরে গেছ তবু বহু পর উপকার।
সেই দিন, চির দিন রয়েছে স্মরণ,
যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন।
নটার সময় তুমি করিতেছ স্নান,
সে দিন হয়েছে গাঙে যেতর তুফান;
ঝড়ের ঝাপটে এক নৌকা ডুবে গেল,
এক জন ডুবে ডুবে তীরে বেঁচে এল।
জল থেকে উঠিবার কি হবে উপায়,
বস্ত্র নাই, কিন্তু কার কাছে গিয়ে চায়!
থর থর কাঁপিতেছে শীতেতে শরীর,
দর দর বহিতেছে দুই চক্ষে নীর।

দুর্দ্দশা দেখিয়ে কেঁদে উঠিল পরাণ,
পরিধান বস্ত্র তার করে করি দান,
ছেঁড়া গামছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে,
হাসিতে হাসিতে এলে বাটীতে চলিয়ে।
আবরুর প্রতি ছিল বিলক্ষণ বোধ,
গ্রাহ্য কর নাই তবু তার অনুরোধ।
সেই দিন চির দিন রয়েছে স্মরণ,
সে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন!

বিজয়! তোমার ছিল অপূর্ব্ব নম্রতা,
শ্রবণ জুড়াত শুনে সে মুখের কথা।
(যার ঘরে গেছে, "কুইনের মাথা কাটা,"
সেই যেন হয়ে আছে গর্ব্বে ফুটিফাটা।
ফেটিঙে বসিলে এসে আর কেবা পায়,
যেন উঠে বসিলেন ইন্দ্রের মাথায়।
ঠেলিয়ে উঠেছে বুক আকাশের দিকে,
ঘাড় গেছে ঠিক যেন পক্ষাঘাতে বেঁকে।
চড়িয়ে বসেছে নেড়ে মাথার উপর,
ঘোড়ার বায়ুর গন্ধ ওড়ে ভর্ ভর্।
রুমাল নাকেতে দিয়ে রসের ছোকরা,
বারাণ্ডার পানে চেয়ে করেন ন্যাকরা।
'সুখের পায়েরা' বসি পাপোশের কাছে,
কত ক্ষণে হাই ওঠে ভুড়ি ধোরে আছে।

মরে যাই বাবুজীর লইয়ে বালাই,
এমন সরেস শোভা আর দেখি নাই ! )
ধনে মানে রূপে গুণে তোমার সমান,
আজো আছে অল্প যুবা বঙ্গে বর্ত্তমান।
তথাপি বিনয়-ফুল-ভরেতে নমিয়ে,
লতার মতন ছিলে মাটিতে মিশিয়ে।
বিনয়ের অতিশয় দেখিয়ে সম্মান,
অহঙ্কার কখন বিনয় হ'তে চান।
এ বিনয় অন্তরের, সে বিনয় নয়,
উপাদানে ছিল তব বিনয় নিশ্চয়।
আহা সেই মুখ মনে প'ড়ে বুক ফাটে,
কি যেন হৃদয়ে ঢুকে মর্ম্মগ্রন্থি কাটে !
ওহে ভাই বিজয় বিনয়বিভুষণ !
সেই দিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ,
যার পূর্ব্ব রজনীতে তোমার ভবনে,
ছাতে বসি হাসি খেলি সুখে চারি জনে।
যামিনী দ্বিযাম গত, নিস্তব্ধ ভুবন,
মুখের উপরে শোভে চাঁদের কিরণ।
সমদুখসুখ কয় বান্ধবে বসিয়ে,
প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের কবাট খুলিয়ে,
করিতে করিতে যেন সুধা আস্বাদন,
কহিতেছিনু মন-কথা হয়ে নিমগন।

কথায় কথায় কত সময় অতীত,
তোমার শত্রুর নাম হ'ল উপস্থিত।
তোমারও শত্রু ছিল? হায় কি বালাই!
তবে নাকি তোমার কেহই শত্রু নাই?
মনে যারা বলি দেয় হিংসার খর্পরে,
গায়ে প'ড়ে এসে তারা শত্রুতাই করে।
তুমিতো শত্রুকে "সে সে" বলনি কখন,
হৃদয়ের গুণে "তিনি" বলিলে তখন।
"তিনি" শুনে চোটে গিয়ে বলিল কৈলেস,
আরম্ভ করিলি বিজে জেঠামির শেষ।
তাকে আবার "তিনি তিনি" কি ভালমানুষি!
ওকে কিরে সার বলে, অপদার্থ ভুসি!
প্রত্যুত্তর দিলে তুমি মৃদু মৃদু হেসে,
"মান্য কোরে বলিনিতো, অভ্যাসেতে এসে।
কথায় কথায় বহুক্ষণ হয় নাই,
এক ছিলিম্ আমি ভাই তামাক খাওয়াই।"
তমাক সাজিয়ে দেখ হুঁকা গেছে বুঁজে,
ছাত্তময় বেরাতে লাগিলে কাঠি খুঁজে।
আমি বলিলেম বিজু কাটি খোঁজা থাক,
খানসামা ডেকে, বল আনুক তামাক্।
যাহার যে কর্ম্ম তাহা তাহাকেই সাজে,
অন্যেরে করিতে হলে যেন লাঠি বাজে।

আমারে বলিলে তুমি "খেটে সারাদিন,
নিদ্রার সাগরে ওরা হয়েছে বিলীন।
আমারে ঘুমের ঘোরে যদি কেহ তোলে,
বড়ই বিরক্ত হই, দেহ যায় জ্বোলে।
আরো ভাই, নাহি হেন, যাহা আমি নারি,
এর চেয়ে বেসি বল, এই দণ্ডে পারি।
কি হুকুম বল, দাস আছে উপস্থিত,
শিরে ধোরে করি আমি হয়ে প্রফুল্লিত।"
আমি বলিলেম এই নম্র ব্যবহারে,
করিলে বড়ই খুসি বিজয় আমারে।
দয়া আর নম্রভাবে খুসি হইলাম,
রাখিলাম তোমার "বিনয়ী মিত্র" নাম।
আজি হ'তে এই নামে ডাকিব তোমায়,
পাঠাব এ নাম আমি পত্রের মাথায়।
কহিতে হইলে কথা উমি লোক নিয়ে,
ভাবিয়ে কহিতে হয় বানিয়ে বানিয়ে।
বন্ধুর সঙ্গেতে কিন্তু সামান্য কথায়
কত কথা হয়, যেন স্রোত বোয়ে যায়।
এমনি ভাবেতে কথা চলেছে তখন,
কারো ঠিক্ নাই তাহা ফুরাবে কখন।
দুখের সময় যেন বেড়ি পরে পায়,
নাড়ানাড়ি করিলেও নড়িতে না চায়।

সুখের সময় কিন্তু পাখা যেন পায়,
তিরের মতন বেগে উড়ে চোলে যায়।
সকল সময় গেছে কথায় কথায়,
ঠিক নাই, এই যেন বসেছি হেথায়।
আমাদের অপেক্ষায় সময় কি রয়,
ক্রমে উপস্থিত হ'ল প্রভাত সময়।
গুড়ুম আওয়াজ এসে প্রবেশিল কানে,
চট্‌কা ভেঙে পরস্পরে চাই মুখ পানে।
কৈলাস কহিল, "সুখে পোহাল যামিনী,
কিন্তু দায় হবে ঘরে লইয়ে মানিনী।
আলুথালু কেশ, বেশ, আরক্ত নয়ন,
ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন।
বিকট ভুজঙ্গ যেন গহ্বর ভিতরে,
ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে উঠে ফোঁস্ ফোঁস্ করে।
কার সাধ্য কাছে যায়, হাত দেয় গায়,
ছোবল থামিবে কিসে ভাব সে উপায়।
মহা সত্য বল, সে কি কান দেয় তায়,
সেইটাই সত্য, যে টা তার মনে গায়।
সখ্য কি অমূল্য ধন এতিন ভুবনে,
অহৃদয়া রমণী তা বুঝিবে কেমনে।
টাকা আনা ছাড়া আর কিছু কোরোনাক,
সারা দিন সারা রাত কোলে ক'রে থাক।

যাহা করে, সায় দিবে ; ঠোনা খেয়ে হাস ;
তবেতো বুঝিবে তুমি তারে ভালবাস।
যেমন আপন মন, ভাবিছে তেমন,
ব্যভিচারে তোমারে হেরিছে সর্ব্বক্ষণ।
একবার একদণ্ড যদি খোলা পায়,
কি কাণ্ড করিয়ে বসে, বলা নাহি যায়।
যে পুরুষ একবার ঠেকিল নজরে,
সেই যেন আঁকা হয়ে রহিল অন্তরে।
এইরূপ যাহাদের মন চমৎকার,
আরোপণ করিবে না কেন ব্যভিচার !"

পূর্ণচন্দ্র বলিল "কি বলিলে কৈলেস !
সহৃদের মত কথা কয়েছ তো বেশ !
নিতান্ত নির্ব্বোধ মত একগুঁয়ে হয়ে,
কেবল নারীর দোষ যাওয়া নয় কয়ে।
পুরুষ এমন আছে বলহে ক জন,
না করে বেশ্যার টোলে যামিনী যাপন !
কেন্নুই খেলিছে দুই চোকের কোটরে,
উগরে বিট্‌কেল গন্ধ মুখের গহ্বরে,
চোপ্‌সান গাল দুটো বিশ্রী বেহাকার,
কালিঢালা ঠোঁট দুটো লোহার দুয়ার,
দাঁতেতে বসিয়ে পাপ হিহি কোরে হাসে,
দেখিলে বিকটভঙ্গি গায়ে জ্বর আসে !

আস্তো নরকের কুণ্ড বেশ্যার বদন,
ক জন না করে তায় বদন অর্পণ?
কেহ যেথা মলমূত্র ত্যাগ কোরে যায়,
ছিছি অন্যে সেথা পাত পেড়ে ভাত খায়!
যা হোক্ সোক্তার নাই ততটা চাতুরী,
মারে না পরের বুকে বিষ বাণা ছুরী।
কিন্তু যাঁরা দৃশ্যে যেন নিতান্ত সুবোধ,
যেন জয় করেছেন লোভ কাম ক্রোধ।
কিছুমাত্র নাই যেন মনেতে বিকার,
চাপল্য মাত্রই নাই, গম্ভীর আকার।
তামাকুটি পর্য্যন্ত কভু ভুলেও না খান্,
ভুলেও কুপথে যেতে কখন না চান্।
ধর্ম্মের কথায় হয় সদাই বড়াই,
কথায় কথায় দেন সত্যের দোহাই।
তাঁহাদের অনেকের ভিতরে পশিলে,
অবাক্ হইবে, যেন কোথায় আইলে।
বালির ভিতরে নদী বিষম কার্খানা,
তরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ হয় নাইকো ঠিকানা!
মিট্‌মিটে, ভিংভিতে, নাটের গোসাঁই,
অন্তরে পর্ব্বতে ঘা, মুখে রা নাই!"
আমি বলিলেম এ কথাও ভাল নয়,
সহৃদয় হৃদয়! আজি কেন নিরদয়!

সরলা বঙ্গের বালা, ছলা নাহি জানে,
পতিপ্রাণা ব'লে তাই মজে অভিমানে।
পতিই সর্ব্বস্ব ধন, পতি ধ্যান জ্ঞান,
পতির বিরাগে যায় বিদরিয়ে প্রাণ।
নাহি শাস্ত্র-আলোচন, শাস্ত্র-বিনোদন,
বোসে থাকে গৃহকর্ম্ম করি সমাপন।
চাতকীর প্রায় পথ তাকাইয়ে রয়,
যেখানে যতন, থাকে সেই স্থানে ভয়।
কি লয়ে তখন, বল কি লয়ে তখন,
সুদীর্ঘ সময় তারা করিবে যাপন?
নিকটে থাকিলে পতি মনসুখে থাকে,
তাই সদা আলয়ে রাখিতে চায় তাঁকে।
আপনার অন্য বন্ধু দেখিতে না পায়,
অন্য বন্ধু পতিরো দেখিতে নাহি চায়।
স্বচ্ছন্দে পূরিয়ে রেখে তাদের গারোদে,
বন্ধু লয়ে মাতি মোরা বাহিরে আমোদে।
বিরূপ ব্যাভার হেন সহিবেক কেন,
তুমি কি সহিতে পার অবিচার হেন?
আপনার বেলা যাহা সহা নাহি যায়,
অনাসে সহিবে তাহা পরের বেলায়?
হয় ছেড়ে দাও, তারা বেড়াক্ সমাজে,
বাছিয়া নিযুক্ত হো'ক্ মনোমত কাজে;

নয় কোলে কোরে তুমি ঘরে বোসে থাক ;
দু দিকের যাহা ইচ্ছা এক দিক্ রাখ।
কেবল গায়ের জোরে সব নাহি চলে,
গা-জোরে চলেছে কিন্তু পুরুষ সকলে।
তোমার দয়ার কাজ সদা দেখি ভাই,
অবলার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই !
পূর্ণ হে, দিওনা গালি বারবনিতায়,
ভাবিলে তাদের দুখ বুক ফেটে যায়।
কেহ নাই তাহাদের এই ধরাধামে,
সকলেই ঘৃণা করে তাহাদের নামে।
গৃহসুখ, মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ,
জনমের মত তারা সে সুখে বিমুখ।
যার তরে দিয়ে ছিল কুলে জলাঞ্জলি,
উড়ে গেছে বাসি ফুল ফেলে সেই অলি।
কি করিবে অভাগিনী চারা নাই আর,
করিছে পেটের দায়ে প্রেমের পসার।
সকের সামগ্রী লয়ে পেশাদারি করা,
বাধ্য হয়ে বেগানা লোকের গলাধরা !
হয়েছে তাদের যেন ভাগ্যের লিখন,
ভেবে দেখ সেই ভাগ্য সৌভাগ্য কেমন !
রাত্রিকাল সকলেরি শান্তির সময়,
সুখে শুয়ে নিদ্রা যায় প্রাণী সমুদয় ;

কিন্তু হায় শান্তি নাই তাদের হৃদয়ে,
বোসে আছে জেগে কারো আসার আশয়ে।
যে লাবণ্য পাপে তাপে গেছে একেবারে,
অঙ্গরাগ-রঙ্গ মাখে ফিরাইতে তারে।
মনে সুখ নাই, মুখে হাসি আসে নাই,
তবুও জোগাতে মন হাসি আসা চাই।
ওরম্বা, মাতাল, চোর, ছেঁচড়, নচ্ছার,
দয়া কোরে যে আসিবে হ'তে হবে তার।
তাহাদের হাতে প্রাণ থাকিবে কি যাবে,
কে জানে সে কালরাত্রি কেমনে পোহাবে!
হয় আজি ঘুমাইবে জন্মের মতন,
নয় শেষে ভিক্ষা মেগে করিবে ভ্রমণ।
এমন কৃপার পাত্র যাহারা সবাই,
তাহাদের গালি তুমি কেন দাও ভাই!
বটে তারা সমাজের নরকের দ্বার,
সমাজ করে না কেন তাহা পরিষ্কার?
তাদের কি উদ্ধারের প্রয়োজন নাই?
কেবল উদ্ধার হবে পুরুষ সবাই?
ছেলেরা বেশ্যার সঙ্গে খেয়ে মদে ভাতে,
সারা রাত পোড়ে থাকে মুখ দিয়ে পাতে;
প্রাতে ঘরে এলে, আর দোষ নাহি রয়,
মেয়ে কিছু করিলেই সর্ব্বনাশ হয়।

একেবারে কোরে দেয় গৃহের বাহির,
যেথা ইচ্ছে চোলে যাক্ হইয়ে ফকির।
এত বড় দুনিয়ায় অত টুকু মেয়ে,
অকূলে বেড়ায় ভেসে কূল চেয়ে চেয়ে।
নীড়ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় শাবক মতন,
চারিদিকে শূন্যময় হেরে ত্রিভুবন!
কেহ নাই যে তাহারে ডাকিয়ে সুধায়,
ভাল পথ দেখাইয়ে বিপদে বাঁচায়।
কাজে কাজে পড়ে এসে অসতের হাতে,
ক্রমে ক্রমে অবশেষে যায় অধঃপাতে।
বল পূর্ণ, এ পাপের কে হইবে ভাগী,
পরিত্যক্ত কন্যা, কিম্বা পিতা পরিত্যাগী?
অনায়াসে দূরাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায়,
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্যা ভেসে যায়!
কত দিন আর, হায় কত দিন আর,
অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার!
মান নিয়ে ধুয়ে খাও, বৃথা মান কেন?
ও মানের অনেকাংশ কাপুরুষে জেন।
স্বভাবে দুর্ব্বল ভাই মানুষের মন,
অনায়াসেই হতে পারে তাহার পতন।
অগ্রে চেষ্টা কর সেই পতন থামাতে,
কিছুই হবে না কিন্তু কেবল কথাতে।

সকলে একত্র হয়ে ছাতি পেতে থাক,
যে পড়িছে তাহাকেই বুক দিয়ে রাখ।
পড়িয়ে গিয়েছে যারা, তাহাদের তরে,
নরকে নামায়ে দাও সিঁড়ি থরে থরে।
উদার অন্তরে গিয়ে স্নেহে হাত ধরি,
আস্তে আস্তে তুলে আন উপরি উপরি।
তা হইলে তেজোমান চরিতার্থ হবে,
যথার্থ বীরের ন্যায় মনস্থখে রবে।
যে দিন এমন হবে সমাজ-সংস্থান,
সেই দিন মুক্তি পাবে মানব সন্তান!
কামান পড়ার পর মোরা তিন জনে,
এই মত কত কথা কই একমনে।
তোমার মুখেতে কিন্তু নাহিক বচন,
আর কি ভাবিছ যেন এতে নাই মন।
বিদায় হইতে চাই, নিকটে তোমার,
নিরখিয়ে দেখিলেম সম্পূর্ণ বিকার।
আকার লাবণ্যহীন, মলিন বদন;
অবিরল অশ্রুজলে ভাসে নয়ন।
সুধালেম, বল কেন সহসা বিজয়,
নিতান্ত নিষ্প্রভ ভাব হইল উদয়!
কি হ'লো ইহার মধ্যে, কেনই এমন
কাতর নয়নে তুমি করিছ ক্রন্দন!

দাওহে বিদায় ভাই হাসিখুসি মনে,
হেসেখুসে চলে যাই যে যার ভবনে।
ওই দেখ হইয়াছে অরুণ উদয় !
প্রশান্ত আরক্ত আভা শোভে মেঘময়।
ওই দেখ সরোবরে প্রফুল্ল কমল,
অরুণের আলো হেরে হর্ষে চল চল।
তীরভূমে বিকসিছে কুসুম কানন।
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাত পবন।
লোলুপ ভ্রমর সব গুন্ গুন্ স্বরে,
ফুলে ফুলে ফিরি ফিরি সুখে গান করে।
গাছে গাছে পাখী সব হয়ে একতান,
আনন্দে ললিত সুরে ধরিয়াছে গান।
তোমার ময়ূর ওই পাকম ধরিয়ে
নাচিছে বাগানে দেখ হরষে ডাকিয়ে।
ওই দেখ মাথার উপরে গান গায়,
ও সব কি পাখী ভাই, শ্রেণী বেঁধে যায় ?
আলোময় হইয়াছে সকল ভুবন,
কেমন সেজেছে দেখ দিগঙ্গনাগণ।
বড় সুখময় সখা প্রভাত সময়,
এ সময়ে সকলেরি মনে সুখ হয়।
হেথা হ'তে যার সুখ গেছে একেবারে,
এ সময়ে তারো মনে সুখ হ'তে পারে।

কথাভঙ্গ কোরে তুমি বলিলে আমারে,
"না, না, দাদা তাহা কভু হতে নাহি পারে।
হেথা থেকে সব সুখ উঠেছে আমার,
তাই ভাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বার বার।
আর আমি বাঁচিব না, বুঝেছি নিশ্চয়,
ভেবে ভেবে এই ভাব হয়েছে উদয়।
ক'দিন ধরিয়ে মনে হতেছে সদাই,
যেন ভাই আপনারে হারাই হারাই।
তুমি তো বলিছ দাদা সব দেখ সুখ,
আমি কিন্তু যাহা দেখি, সব যেন দুখ।
বড় সুখ পাই আমি দেখিলে যে মুখ,
এখন সে মুখ দেখে ফাটিতেছে বুক,
আজ্ অবধি হ'লো হায় জনমের শোধ!
আজ অবধি প্রণয়ের পঙ্কজিনী রোধ!
আলিঙ্গন দাও ভাই সকলে আমায়,
বিজয় জন্মের মত হইল বিদায়।
এক এক বার ভাই করো সবে মনে
একজন স্নেহদাস ছিল ও চরণে।
পদধুলি দাও দাদা আমার মাথায়,
ভিক্ষা চাই ভাই মনে রেখহে আমায়!
এই বোলে আমাদের জড়িয়ে ধরিলে,
দর দর নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলে।

সহসা হেরিয়ে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার,
কি কর্ত্তব্য কিছু স্থির হ'ল না আমার।
যাহা হোক, দিয়ে সেই গাঢ় আলিঙ্গন,
স্নেহ ভরে করিলেম বদন চুম্বন।
"ওই ভাই দেখ চন্দ্র অস্তাচলে যায়!
আমারো প্রাণের আলো নেবো নেবো প্রায়।"
সকাতরে এই কথা বলিতে বলিতে,
বিকৃত নয়নে ফিরে দেখিতে দেখিতে,
মাতালের মত ভাব, স্খলিত চরণ,
শেষ দেখা দিয়ে সেই করেছ গমন।
ওহে ভাই বিজয় বিনয়-বিভূষণ!
সেই দিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ।

ইতি বন্ধুবিয়োগ কাব্যে পূর্ণবিজয়
নামক প্রথম সর্গ।

---

# দ্বিতীয় সর্গ

"গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।"

কালিদাস।

কৈলাস হে, তুমি ছিলে সর্ব্ব গুণময়,
বীর্য্যবান বুদ্ধিমান সরল হৃদয়।
এ দিকে যেমন ছিল সুকোমল ভাব,
উদিকে তেমনি ছিল অধৃষ্য প্রভাব।
এ দিকে স্বচ্ছন্দে বসি ছেলেদের সনে,
হাসিখেলি করিতেছ প্রফুল্ল বদনে।
উদিকে বিজ্ঞের মধ্যে রয়েছ যখন,
গম্ভীর হ্রদের সম গম্ভীর বদন।

সকলে করিতে তুমি অভেদ সম্মান,
ধনী লোক, দুখী লোক, ছিল না এ জ্ঞান।
খোসামোদ নাহি লতে পরাণ থাকিতে,
পরাণ থাকিতে তাহা কারো না করিতে।
যে তোমারে আগে এসে করিত আদর,
যথেস্ট করিতে তুমি তার সমাদর।
তুমি যার সম্মানার্থে করিতে গমন,
যদি নাহি সে করিত যোগ্য সম্ভাষণ;
তা হ'লে কে পায়, ক্রোধে হতে কম্পমান,
ছুটিতে কাটিতে যেন তাহার গর্দ্দান।
যে কেন হউন্ যাঁর চরিত্র যেমন,
মুখের উপরে তাঁর করিতে বর্ণন।
কার সাঁধ্য তোমারে আসিয়ে কটু কয়,
পৃথিবীতে কার নাহি মরণের ভয়?
কহিতে হইলে মন্দ, প্রকাশিতে শোক,
পাইলে কহিতে ভাল, পাইতে পুলক।
আপনার দোষ গুণ যেন তুলা ধোরে,
প্রকাশিতে যথাবথ লোকের গোচরে।
এ সকলে কিছু মাত্র হতে না কুণ্ঠিত,
সত্যের প্রভাবে মন সদা প্রজ্বলিত।
মনের ভিতরে এক, মুখে বলা আর,
কখন দেখিনে তব এমন ব্যাভার।

না জানিতে থুঁৎ থুঁৎ ঘুঁৎ ঘুঁৎ করা,
না জানিতে লুকাইয়ে উঁকি ঝুঁকি মারা।
যা করিতে সকলের সমক্ষে করিতে,
যা বলিতে সকলের সমক্ষে বলিতে।
একবার যা বলিতে না করিতে আন,
যাইতে যদ্যপি চায় যাক্ তায় প্রাণ।
পরমন্দ মনেতেও ভাবনি কখন,
করেছ পরের ভাল করি প্রাণপণ।
কোন আত্মীয়ের যদি বিপদ শুনিতে,
তখনি অমনি গিয়ে ছুটিয়ে পড়িতে।
বিপদ ঘটেছে যেন কত আপনার,
খুঁজিতে বিব্রত হয়ে প্রতীকার তার।
বিনা দোষে যে করেছে ঘোর অপকার,
হয়েছে মনেতে ঘোর ক্রোধের সঞ্চার;
যারে খুন্ না করিলে নাবে না খাবেনা,
হৃদয় রুধির হবে মিছিরির পানা;
সে-ও যদি কাছে এসে পড়িত পাঁড়িয়ে,
তখনি অমনি সব যাইতে ভুলিয়ে।
ভাল কোরে বুঝেছিলে মানুষেরমান,
প্রাণান্তে করনি আগে কারো অপমান।
পুরুষ রমণী বোলে ছিল না বিচার,
বয়ো জ্যেষ্ঠ হইলে করিতে নমস্কার।

সমবয় বন্ধু যদি তোমায় পাইল,
সব ভুলে একেবারে আমোদে মাতিল।
চলিতে লাগিল কত হাসি খুসি খেলা,
প'ড়ে গেল কত মত খাতিরের মেলা।
শীলতা মাধুরী ছিল বেপিয়ে ভাষায়,
ক্ষরিত অমৃত ধারা তামাসা কথায়।
কাহার সঙ্গেতে হবে কি ভাবে চলিতে,
কখন্ বা কোন্ কথা হইবে কহিতে,
এ সকল বুঝেছিলে অতি নিরমল,
সকলি সহজ হয় হইলে সরল।
কহিতে হইলে কথা যুবতীর সনে,
চাহিয়ে কহিতে স্থির সরল নয়নে।
গুরুজন কাছে অধ হইত বদন,
ফল ভরে অবনত তরুর মতন।
এমনি মাধুরী ছিল আকারে ব্যাভারে,
যে দেখিত সে ভুলিত, রাখিত অন্তরে।
কর্ত্তব্য সাধন করা কিরূপ পদার্থ,
অনুভব করেছিলে তুমিই যথার্থ!
সুবৃত্তি কুবৃত্তি মনে আড়াআড়ি কোরে
যখন করিত ঘোর যুদ্ধ পরস্পরে,
তখন লইয়ে তুমি জ্ঞান-অনুমতি,
করিয়া কর্ত্তব্য স্থির হতে দৃঢ়মতি।

চলে যেতে গম্য পথে এমনি সজোরে,
কার্ সাধ্য বাধা দিয়ে রাখে তোমা ধোরে।
কোমল পরুষ গুণ উভয়ে শোভন,
কদাচ দেখেছি লোক তোমার মতন।
হঠাৎ ঔদ্ধত্য কভু ইঠা বা রোষ,
সে দোষ তোমার নয়, বয়সের দোষ।
দেশের উপরে ছিল আন্তরিক টান,
কামনা করিতে সদা তাহার কল্যাণ।
দেখিলে তাহার কোন হিত অনুষ্ঠান,
সাহায্য করিতে যথাসাধ্য ধন জ্ঞান।
স্বদেশের ভ্রাতাদের অতি নির্বীর্য্যতা,
দৌর্বল্য, ক্ষীণতা, সৌখীনতা, অসারতা,
পরস্পর স্নেহভাব নিতান্ত শূন্যতা,
গৌরব মাহাত্ম্য সম্পাদনে কাতরতা,
নারীদের পশুভাব, চাসিদের ক্লেশ,
গৃহস্থের দরিদ্রতা, দাসত্বে আবেশ;
যত কিছু উন্নতির পথ-অবরোধ,
পশ্চিমের খোট্টাদের ঘৃণা দ্বেষ ক্রোধ;
বিদেশীয় রাজাদের মিষ্টি উৎপীড়ন;
জন্মভূমি জননীর নিগড় বন্ধন,
এ সকল ভেবে মন হ'ত শূন্য প্রায়,
করিতে ক্রন্দন শুদু না পেয়ে উপায়!

পরিবার ছিল যেন দেহ আপনার,
প্রতিবাসী ছিল যেন নিজ পরিবার।
কি প্রকারে তাহাদের হইবে মঙ্গল,
কি প্রকারে বুদ্ধি বিদ্যা হইবে প্রবল;
কি প্রকারে ধন মান হবে বর্দ্ধমান,
কিসে হবে শরীরের স্বাস্থ্যের বিধান;
কি উপায়ে তাহাদের কন্যা পুত্রগণ,
করিবে উৎকৃষ্টতর বিদ্যা উপার্জ্জন;
কি উপায়ে পরস্পরে হবে ভ্রাতৃভাব,
কি উপায়ে হিংসাদির হবে তিরোভাব;
ভাই বন্ধু মত সবে হাসিয়া খেলিয়া,
সম্ভ্রম সহিত যাবে দিন কাটাইয়া;
এ সকল চিন্তা ছিল অতি সুখকর,
করিতে এ সব চিন্তা তুমি নিরন্তর।
শুনিতে যখন যার কার্য্য নিরমল,
প্রশংসা করিয়ে দিতে উৎসাহ প্রবল।
কেহ যদি করিত অপথে পদার্পণ,
খেদের সহিত তারে করিতে ভাজন।
আপন বা বন্ধুদের নফরীনফরে,
কখন ডাকনি তুমি তুই মুই ক'রে।
যখন নূতন খাদ্য সামগ্রী কিনিতে,
সকলের হাতে দিয়ে আপনি খাইতে।

বন্ধুরা তোমার ছিল প্রাণের মতন,
সেধেছ তাঁদের হিত যাবত জীবন।
আমি কি মানুষ, তুমি বেশ চিনেছিলে,
একেবারে মন প্রাণ সমর্পিয়ে ছিলে।
পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, সম্পূর্ণ প্রত্যয়,
পরস্পরে কভু তার ঘটেনি ব্যত্যয়।
স্বরূপ বুঝিয়েছিলে প্রেম আস্বাদন,
প্রণয়ের উপযুক্ত ছিল খোলা মন।
কিন্তু হায় বিধাতার লীলা চমৎকার,
প্রেম কভু ঘটিল না অদৃষ্টে তোমার!
প্রথম পক্ষের তব প্রেয়সী ভামিনী,
বুঝিত হৃদয়, ছিল হৃদয়গ্রাহিণী।
সুশীলতা, কোমলতা, ধীরতা, নম্রতা,
শালীনতা, সরলতা, সত্য, পবিত্রতা;
যে সকল গুণ হয় প্রেমের আকর,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার অন্তর।
কিছু দিন সে যদি বাঁচিত আর প্রাণে,
অবশ্য হইতে তৃপ্ত প্রেমসুধাপানে।
দ্বিতীয়া তেমন নয়, বিষম কারখানা,
রূপ-গর্ব্বে ডবগা ছুঁড়ী ফেটে আটখানা।
চাপল্য, চাঞ্চল্য, ছল, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,
"যে সকলে ঘটে প্রেমে বিষম ঘটনা;

যে সকলে মালা গেঁথে পরেছে গলায়,
ভাবিয়ে দেখিলে মনে খেদে হাসি পায়।
এমন নারীর সঙ্গে তোমার মতন,
লোকের কি হয় প্রেম? অঘট ঘটন!
দেখে দেখে একেবারে চ'টে গেল প্রাণ,
হয়ে গেলে অন্তরে অন্তরে ম্রিয়মান।
মুখে কিন্তু কোন কথা না ক'রে প্রচার,
মনে মনে করিলে উদ্দেশে নমস্কার।
কতক্ষণ কুঝ্ঝটিকা করি আচ্ছাদন,
ডুবায়ে রাখিতে পারে প্রদীপ্ত তপন?
সে দুখ তিমির শীঘ্র হল দূরগত,
উজ্জ্বল হইল মন পুন পূর্ব্ব মত।
সে অবধি প্রেম নাম করনি কখন,
হয়েছিলে প্রকৃতির প্রেমে নিমগন।
গরবিণী গরবের করি পরিহার,
পরেতে যাচিল এসে প্রণয় তোমার।
কিন্তু আর তা হবার ছিলনা সময়,
পবিত্র প্রেমের রসে রসিত হৃদয়।
স্বর্গের সুধায় যার সুতৃপ্ত রসনা,
মৌচাকের মধুতে কি সে করে বাসনা?
(এখন কি আর হয় গায়ে প'ড়ে এলে,
ঠেলেছ মাথার মণি পায়ে কোরে ঠেলে!)

তেমন সরস মন আর নাকি হয় !
ছিলে তুমি, লোকে যারে সহৃদয় কয়।
কাব্যের অমৃত রস কিরূপ সুরস,
সত্য স্বাদ পেয়েছিল তোমার মানস।
জঞ্জাল দেখিলে তায় তুলিতে ন্যাকার,
করিতে প্রসন্ন হ'লে প্রাণের আধার।
বড়ই জটিল হয় কুটিলের লেখা,
বৃথা পরিশ্রম কোরে মাথা মুণ্ড দেখা।
প্রাঞ্জল পবিত্র কাব্য করতলে এলে,
অমনি যেন কত নিধি ঘরে ব'সে পেলে।
আনন্দেতে গদ গদ পড়িতে পড়িতে,
আদরে চুম্বিতে কভু প্রণাম করিতে।
আহা কি চরিত্র ছিল পবিত্র নির্ম্মল,
চন্দ্রের চন্দ্রিকা সম কোমল উজ্জ্বল!
রজত, সুবর্ণরাশি, রমণী, রতন,
জগতের যাহা কিছু মহা প্রলোভন,
কিছুতেই প্রলোভিত মানস তোমার
হয় নাই, ঘটে নাই ইন্দ্রিয় বিকার।
সদাই সন্তুষ্ট ছিলে হৃদয়ের গুণে,
হইতে পরম সুখী পরসুখ শুনে।
ওহে ভাই কৈলাস মিত্রের চূড়ামণি,
সদয় হৃদয়, সর্ব্ব গুণে গুণমণি!

সেই দিন কি কুদিন হইল উদয়,
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়!
ব'সে আছি সন্ধ্যাকালে বাহিরের ঘরে,
খামকা কিছুই ভাল লাগে না অন্তরে।
যাহা করি, তাই করে বিরক্তি বিধান,
আপনা আপনি ওঠে কাঁদিয়া পরাণ।
সহসা উঠিল ঝড় সোঁসোঁ বোঁবোঁ কোরে,
ঝড়াঝড় জানালার বাল গেল পোড়ে।
প্রদীপ গিয়েছে নিবে, তাঁহে নাই মন,
ভাবিতেছি কেন মন হইল এমন।
হঠাৎ হইল দ্বারে জোরে করাঘাত,
দ্বার খুলে হ'ল যেন শিরে বজ্রপাত!
লণ্ঠন হাতেতে 'গোরা' কাঁদে উভরায়,
কহিতে না সরে কথা বেধে বেধে যায়।
(শৈশবে তোমার হয় মাতার নিধন,
এই গোরা পেলেছিল মায়ের মতন।)
"হা কি হল, কি করিলি, মজালি কৈলাস,
একেবারে বাবুর হ'ল গো সর্ব্বনাশ!
বিকার হয়েছে তার, ডাকিছে মশাই,
সকলে বলিছে হায় নাড়ী আর নাই!"
যে বেশে ছিলেম তাড়াতাড়ি সেই বেশে,
বাটী হ'তে পড়িলেম ছুটে পথে এসে।

বহিছে প্রচণ্ড ঝড়, ঘোর অন্ধকার,
পড়িছে বিষম বৃষ্টি মুষলের ধার।
কড়্‌কড়্ কড়্‌কড়্ ডাকিছে আকাশ,
দপ্‌দপ্ ধপ্‌ধপ্ বিদ্যুৎ বিলাস।
আচম্বিতে ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের বিস্ফার
গগন ফাটায়ে করে শ্রবণ বিদার।
হুড়্‌হুড়্ জল ভাঙ্গে পথের উপরে,
ডুবে যায় উরু, যাই ধরাধরি করে।
বিষম দুর্যোগে, কষ্টে, অতি ভগ্ন মনে,
উত্তীর্ণ হলেম গিয়ে তোমার ভবনে।

দেখিলেম সবে ব'সে স্তম্ভিতের প্রায়,
কথা নাই মুখে কারো, ইতস্তত চায়।
ঘরের ভিতরে তুমি শেযের উপর
পড়ে আছ, বিবর্ণ হয়েছে কলেবর।
ঘোলা মেরে চক্ষু গেছে বসিকে কোটরে,
পড়েছে কালীর রেখা নিরস অধরে।
হয়েছে ললাট ভ্রূযুগাবলী কুঞ্চিত,
নাসিকার অগ্রভাগ আধ কণ্টকিত।
কপোল গিয়েছে ঢুকে, উঠিয়াছে হাড়,
শিথিল ঈষৎ ভগ্ন হইয়াছে ঘাড়।
হস্ত পদ এলাইয়ে লুটায়ে পড়েছে,
আনাভি কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঘন নড়িতেছে।

পাশে বসি মুক্তকেশী পাগলিনী প্রায়,
কাতর নয়নে চেয়ে দেখিছে তোমায়।
শিশু সুকুমার দূরে গড়াগড়ি যায়,
থেকে থেকে ধরে এসে মায়ের গলায়।
হেরে সে বিষম দশা বুক ফেটে গেল,
হুহু কোরে চক্ষু ফেটে অশ্রুধারা এল।
আমারে দেখিয়ে মুক্ত উঠিল কাঁদিয়ে,
ছেলেটিকে কোলে করি বসিল সরিয়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে হাত দিনু গায়,
একেবারে শাঁক, আর রক্ত নাই তায়।
হস্তস্পর্শে যেন ফিরে আইল চেতন,
যেন কোন নবোৎসাহে পূর্ণ হ'ল মন।
চাপিয়া আমার হস্ত হৃদয় উপরে,
একবার চাহিয়ে দেখিলে ভাল ক'রে।
মুক্তকেশীকরে দিয়ে, অর্পি মম করে,
বলিলে সুস্থির ভাবে মৃদু ভগ্নস্বরে।
"দেখিও এদের, মনে রাখিও আমায়,
দাও ভাই, ঋণশোধ চাই হে বিদায়।"
সুকুমারে বুকে করি করিনু চুম্বন,
ছল ছল হয়ে এল তোমার নয়ন।
তোমার হৃদয়ে তারে স্থাপন করিয়ে,
প্রাণ যেন ফেটে যায়, উঠিনু কাঁদিয়ে।

"মাগ ছেলে আমারে করিলি সমর্পণ,
আমারে কাহারে দিলি ভাইরেঁ এখন !"
ওহে ভাই কৈলাস মিত্রের চূড়ামণি,
সদয় হৃদয়, সর্ব্ব গুণে গুণমণি !
সেই দিন কি কুদিন হইল উদয়,
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয় !

ইতি বন্ধু বিয়োগ কাব্যে কৈলাস
নামক দ্বিতীয় সর্গ ।

---

## তৃতীয় সর্গ

---

"गृहिणी सचिवः सखी मिथः
  प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।
करुणाविमुखेन मृत्युना
  हरता त्वां वद किं न मे हृतम् ॥"

कालिदास ।

কোথা বন্ধুগণ দেখা দাও একবার,
দেখ এসে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে আমার !
একা হাসি, একা কাঁদি, একা হই হই,
কেহ নাই যাহারে মনের কথা কই !
যার করে আমারে করিয়ে সমর্পণ,
একে একে করেছিলে সকলে গমন ;
তোমাদের সেই সখী সরলাসুন্দরী,
তোমাদের সঙ্গে গেছে মোরে ত্যাগ করি ।

যে গুণ থাকিলে স্বামী চির সুখে রয়,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার হৃদয়।
না জানিত সৌখীনতা নবাবি চলন,
না বুঝিত রঙ্গভঙ্গ রসের ধরণ।
শঠতা, বঞ্চনা, ছল, বৃথা অভিমান,
এক দিনো তার কাছে পায় নাই স্থান।
মন, মুখ সম ছিল সকল সময়,
বলিত সুস্পষ্ট, যাহা হইত উদয়।
আন্তরিক পতি ভক্তি আন্তরিক টান,
অন্তরে বাহিরে মম চাহিত কল্যাণ।
এমনি চিনিয়াছিল সতীত্ব রতন,
এমনি বুঝিয়াছিল মান ধনে ধন;
এমনি সুদৃঢ় ছিল নারীর আচারে,
সকলেই স্নেহ ভক্তি করিত তাহারে।
আলস্যে অশ্রদ্ধা ছিল শ্রমে অনুরাগ,
কোরে লয়েছিল নিজ সময় বিভাগ।
যে সময়ে যাহা তারে হইবে করিতে,
আগেতে করিয়ে আছে কেহ না বলিতে।
এমনি ধীরতা ছিল মনের ভিতর,
কখন দেখিনে তারে হইতে কাতর।
প্রথমেতে ছিল কিছু ভ্রান্ত সংস্কার,
ঘোচে নাই ভালকোরে মনের বিকার।

পড়িতে বলিলে বহি মনে পেত ভয়,
ভাবিত পড়িলে হব বিধবা নিশ্চয়।
খদ্যোত পড়িলে দীপে হ'ত চমকিত,
শুনিলে পেচক রব ভাবিত অহিত।
বুঝিত কিঞ্চিৎ অল্প প্রেম-আস্বাদন,
অল্পই চিনিত আমি মানুষ কেমন।
শুষ্ক পত্রে ফুল্ল ফুল আচ্ছন্ন হইলে,
শীঘ্র স্বীয় শোভা ধরে পবন বহিলে।
সে দোষের ক্রমে হোয়ে গেল পরিহার,
গর্ব্বের সঞ্চার সহ প্রেমের সঞ্চার।
কতই আনন্দ মনে, হাসি দুই জনে,
ধরে ছিল মুকুল আজি প্রণয় কাননে।
ফুটিবে হাসিবে কত আমোদ ছুটিবে,
মনোহর ফল ফলি চক্ষু জুড়াইবে।
হেরিয়ে সুচারু তরু ভুলে যাবে মন,
চিরদিন হয়ে রব আনন্দে মগন।
অকস্মাৎ ভূকম্পে সে সাধের কানন,
ভূমি শুদ্ধ ডুবে গেল নাই নিদর্শন!

এক দিন প্রাতে বসি শয্যার উপরি,
'অভিজ্ঞান শকুন্তল' অধ্যয়ন করি;
সহসা কুটুম্ব এক এলেন ভবনে,
হর্ষবিষাদের চিহ্ন তাঁহার বদনে।

বড় ঘরে সেই দিন তাঁহারে বিবাহ,
উদিকে মরেছে জ্ঞাতি, দমেছে আগ্রহ।
যাহোক্ সে দিন তাঁর বিয়া করা চাই,
এসেছেন তাই, যেন শুনা হয় নাই।
ওষুধ ফষুধ এবে বল কে ধরায়,
জালেতে পড়েছে মাছ, যদি ছিঁড়ে যায়!
কাজে কাজে রাত্রে হ'ল বর লয়ে যেতে,
বিবাহ নির্ব্বাহ হ'ল বসিয়াছি খেতে।
সম্মুখে উদয় এক উজ্জ্বল রতন,
আভায় আলোকময় হয়েছে ভবন।
(কে এ মুক্তাময়ী লতা? অন্য কেহ নন,
শেষে মম অঙ্কলক্ষ্মী ইনিই বা হন।)
ক্ষণপরে সেই জ্যোতি গেল গৃহান্তরে,
কিন্তু এসে প্রবেশিয়ে বসিল অন্তরে।
যে দিকে যখন চাই ফিরায়ে নয়ন,
সেই দিকে সেই ছবি দেয় দরশন।
নয়ন মুদিয়ে দেখি রয়েছে অন্তরে,
উর্দ্ধে চাই, আঁকা তাই চন্দ্রের উপরে।
যেথা যাই, সঙ্গে যায়, যেথা বসি বসে,
কহিলে রসের কথা ঢ'লে পড়ে রসে।
কে জানে কেমন তর হয়ে গেল মন,
জানিনে সুখে কি দুখে মজেছি তখন!

মম আর্য্যতম মনে,
কেন কেন কি কারণে,
স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাব হয়িছে উদয় ?
লীলা খেলা বিধাতার,
বুঝে ওঠে সাধ্য কার,
অবশ্যই আছে কোন কারণ নিশ্চয় !

যাহা হোক শূন্য মনে ব'য়ে দেহ ভার
বাড়ীতে এলেম, প্রবেশিতে যাই দ্বার ;
সহসা কে এসে যেন সম্মুখে আমার,
বলিল "সরলা, ভাব বুঝেছে তোমার।
ছিছি-রে নিদয়, তোরে যে সঁপেছে প্রাণ,
হানিতে উদ্যত তুই তারি বুকে বাণ।
সঙ্গে লয়ে এই এক নবীনা ললনা,
কোন্ মুখে তার কাছে যাইছ বল না ?"
অমনি চমকে কেঁপে উঠিনু অন্তরে,
কষ্টেতে সম্বরি ভাব প্রবেশিনু ঘরে।
নিদ্রা যায় 'সর' শুয়ে শয্যের উপরে,
গায়ের উপরে বায়ু ঝুর্ ঝুর্ করে,
শোভিছে চন্দ্রের করে নীরব বদন,
নিমীলিত হয়ে আছে কমল নয়ন।
সুদীর্ঘ অরাল পক্ষ্ম পবন-হিল্লোলে,
অল্প অল্প হেলে হেলে কেঁপে কেঁপে দোলে।

কপোল গোলাপ ফুল-গোলাপি আভায়,
অধর পল্লব নব কিবা শোভা পায়!
পাশে গিয়ে বসিলেম স্নেহার্দ্র পরাণে,
রহিলেম স্থির চক্ষে চেয়ে মুখপানে।
বায়ুবশে পদ্মদল করে থরথর,
তেমনি উঠিল কেঁপে প্রিয়ার অধর।
কল স্বরে ধীরে ধীরে ফুটিল বচন,
"আমি যত বাসি, তুমি বাসনা তেমন!"
অমনি আদরে ধোরে করিয়ে চুম্বন,
কোলেতে বসায়ে, তুলে ধরিনু নয়ন।
"ফিরিয়ে আসিবে তুমি ছিল না তো মনে,
তার হাত এড়াইয়ে আসিলে কেমনে?"
ও কি প্রিয়ে, একি নাকি দেখিছ স্বপন,
প্রলাপের মত কথা এ আর কেমন!
"তাই তো, সত্যই এই হেরিনু স্বপনে,"—
আর কথা সরিল না হাসি এল মনে।
মৃদু মধু হাসে হ'ল অধর শোভন,
কপোল কুঞ্চিত, নত কমল আনন।
বল বল তার পর মোর মাথা খাও,
কেন ভাই আধ্‌কপাল ধরাইয়ে দাও?
"আচম্বিতে পরী এক কোথা থেকে এল,
তোমারে হৃদয় থেকে কেড়ে লয়ে গেল।

হাসে পূর্ণিমার চাঁদ, কুমুদিনী হাসে,
কোথা থেকে এসে রাহু সেই চাঁদে গ্রাসে !”
কথায় কথায় কত রসের তামাসা,
প্রেমময় স্নেহময় কত ভালবাসা।
কত হাসি খেলি, কত প্রেম-গান গাই,
মুখে মুখে কাড়াকাড়ি কোরে পান খাই।
আমোদে আমোদে হয়ে রয়েছি মগন,
ক্রমে ক্রমে হচ্ছে এল নিদ্রা আকর্ষণ।
অল্পে অল্পে ভেরে এল নয়নের পাতা,
ঢুলে ঢ'লে প'ড়ে গেল বালিশেতে মাথা।
প্রবেশিল সহসা শ্রবণে কলরব,
ধড়মড়ি উঠে দেখি শূন্যময় সব।
ঘোরতর সর্ব্বনাশ, বিষম বিপদ,
আমারি ভেঙেছে ভাগ্য ঘটেছে আপদ।
যে পীড়ায় গর্ভবতী বাঁচে না কখন,
যে পীড়ায় রুধিরের বহে প্রস্রবণ;
যে পীড়ায় যন্ত্রণার হয় একশেষ,
খাটে না কিছুতে কোন ঔষধি বিশেষ;
আমার দুর্ভাগ্য দোষে প্রিয়া সরলার,
জন্মেছে সে পীড়া, আর প্রাণে বাঁচা ভার!
উঃ! কি যন্ত্রণা, দেখে প্রাণ ফেটে যায়,
তবু ধীরা কিছুই না প্রকাশে কথায়!

বুক করে হানূ ফানূ, ছট্‌ফট্‌ প্রাণ,
চক্ষে শূন্যময় দেখে, ভোঁভোঁ করে কান ;
সহিতে সহিতে আর সহিতে পারে না,
যাইতে যাইতে প্রাণ যাইতে চাহে না ;
অন্তরে নিতান্ত হ'য়ে পড়েছে অধীর,
তবু মুখে 'উহু' মাত্র, রহিয়াছে স্থির।
ধন্য ধীরা ধৈর্য্যবতী দেখিনি কখন,
তেমন বয়েসে কারো ধীরতা তেমন !
কিবা দিবা, কিবা নিশি, সকলি সমান,
দিন গেল, রাত্রি এল, কিছু নাই জ্ঞান !
ব'সে আছি জড় প্রায় চেয়ে এক দিকে,
এক এক বার উঠে দেখি প্রেয়সীকে,
আজ্ঞা করিলেন পিতা "রাত্র দ্বিপ্রহর,
অধিক জাগিলে, কল্য হবে ক্লেশকর।
এখান হইতে যাও উঠিয়া সত্বরে,
শয়ন করগে গিয়ে বায়ুবাড়ীর ঘরে।"
তখন কি নিদ্রা হয়, কোথা তার মূল ?
শয্যা নয় সুশাণিত শত কোটি শূল।
শুয়ে তায়, ছট্‌ফট্‌ ধড়্‌ফড়্‌ মন,
চকিত তন্দ্রায় দেখি বিকট স্বপন।—
শ্মশানে রয়েছি পড়ে হারায়ে জীবন,
পার্শ্বে ম'রে প'ড়ে আছে রমণী, নন্দন।—

অমনি কে যেন পৃষ্ঠে কশাঘাত ক'রে,
দাঁড় করাইয়ে দিল শয্যার উপরে।
তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে, দেখিলেম এসে,
ছেলে হ'য়ে, ম'রে, প'ড়ে আছে দ্বারদেশে।
বায়ু আদি বিকৃতির বিশেষ কারণে,
বকে, হাসে, ভয় পায় মানুষে স্বপনে।
অথবা মনের চিন্তা নানান প্রকার,
এই এক চিন্তা করি, পরক্ষণে আর।
না হ'তে প্রথম চিন্তা সব সমাপন,
দ্বিতীয় তৃতীয় আসি দেয় দরশন।
অর্দ্ধ-সমাপন সেই চিন্তা সমুদয়,
ফাঁক পেয়ে দেখা দেয় নিদ্রার সময়।
পরস্পরে একত্তরে গণ্ডগোল করে,
স্বপ্নরূপে অপরূপ নানা মূর্ত্তি ধরে!
দিবা, নিশা, সন্ধ্যা, সময়ের তিন ভাগ,
নিদ্রা, জাগরণ, স্বপ্ন, অবস্থা বিভাগ।
দিন নয়, রাত্রি নয়, মধ্যে সন্ধ্যা রয়,
নিদ্রা জাগরণ নয় মধ্যে স্বপ্ন হয়।
থাকিলে নিদ্রার ভাগ অধিক স্বপনে,
সে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ভাল পড়েনাক মনে।
'স্বপ্ন দেখেছিনু' এই মাত্র মনে রয়,
কি রূপ ব্যাপার তাহা, হয় না উদয়।

জাগরণ ভাগ বেসি স্বপনে থাকিলে,
পড়িবে সকলি মনে স্বপ্নে যা দেখিলে।
নিদ্রা, জাগরণ যদি থাকে সমভাগে,
কিছু বা ভুলিতে হয়, কিছু মনে জাগে।
কত কবি করেছেন সন্ধ্যার, বর্ণন,
কত কবি রচেছেন বিচিত্র স্বপন ;
কবিদের কলমের শক্তি চমৎকার,
অসার পদার্থে করে সারের সঞ্চার।
যদিও স্বপন কাণ্ডে করিনি বিশ্বাস,
তার শুভাশুভ ফলে রাখিনি আশ্বাস,
তথাপি দেখিয়ে সেই বিষম ব্যাপার,
চমকিত হয়ে গেল হৃদয় আমার।
মৃত শিশু জননীর কথাই তো নাই,
প্রত্যুত আত্মারে যেন হারাই হারাই।
যাহা হোক্ সেরে গেল নিজ মৃত্যুভয়,
কিন্তু সরলার ভাগ্যে কখন্ কি হয়।
যত চেষ্টা করি হবে ব'লে প্রতীকার,
ততই বেগেতে বাড়ে বিষম বিকার।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ থেকে বেগে পড়ে জল,
তারে বাধা দেয় হেন আছে কোন্ বল ?
হায় যে তুফান এই পড়েছে আসিয়ে,
নিশ্চয় যাইবে প্রিয়তমারে নাশিয়ে !

বেলা নাই, প্রায় সূর্য্য অস্ত যায় যায়,
একবার দেখি বলি ডাকিল আমায়।
প্রায় আমি কাছে আছি, দেখিছে সদাই,
তবে কেন ডাকে হেন, যাই কাছে যাই।
দেখিলেম গৃহের ভিতরে প্রবেশিয়ে,
উঠে ব'সে আছে, বালিশেতে ঠেশ দিয়ে।
চক্ষু দুই রক্তবর্ণ, এলোথেলো কেশ,
মাতালের মত ভাব, পাগলিনী-বেশ।
কে এলেম ঘরে, তার ভুরুক্ষেপ নাই,
আনখা আনখা কথা, অর্থ নাহি পাই।
শত্রুরো কখন যেন হয় না তেমন,
যে রূপে হ'ল সে কাল-যামিনী যাপন।
প্রভাতে সকলে সুখী রবির উদয়ে,
কিন্তু হায় কি বিষাদ আমার হৃদয়ে!
এই বার শেষ দেখা দেখিব নয়নে,
গৃহপ্রান্তে দাঁড়ালেম বেপমান মনে।
দেখিলেম আর তার নাই পূর্ব্বভাব,
অন্য এক ভাবের হয়েছে আবির্ভাব।
তেমন কাহিল, তবু ভিতে দিয়ে ভর,
দাঁড়াইয়ে আছে প্রিয়ে যোড় করি কর।
রক্তহীন অঙ্গযষ্টি পাণ্ডাশ বরণ,
শ্বেত করবীর মত ধবল বসন,

এলান কুন্তল ভার লুটিছে চরণে,
ঊর্দ্ধ দিকে চেয়ে আছে সজল নয়নে।
যেন কোন স্বর্গকন্যা আসিয়ে ভূতলে,
মানবের মাজে ছিল মানবের ছলে ;
আজ তার শাপ পুর্ণ, হয়েছে চেতনা,
স্বর্গেতে যাইতে তাই করিছে প্রার্থনা।
অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে আমি দেখিতে দেখিতে,
পবিত্র প্রতিমা খানি লাগিল কাঁপিতে।
হা কি হ'ল, ছুটে গিয়ে ধরিনু তাহায়,
বুকে কোরে ধীরে ধীরে শোয়ানু শয্যায়।
বিনিদোষে কেন প্রিয়ে ত্যজিছ আমারে,
ওগো তোমরা কোথা সব দেখসে ইহারে !
যদিও মুখেতে কোন কথা না সরিল,
তথাপি নয়নে যেন কহিতে লাগিল—
"চপল প্রেমিক, কর প্রেম-অভিমান,
বোঝা গেল প্রেমে তব যত দূর জ্ঞান।
হেরে সে রূপের ছটা নধর নূতন,
একেবারে গলিয়ে মজিয়ে গেল মন !
এমন প্রেমিক লয়ে আর কাজ নাই,
জনমের মত আমি তাই ত্যজে যাই।
থাক থাক সুখে থাক স্বরূপসী নিয়ে,
যারে দিয়ে গেনু আমি প্রাণ দান দিয়ে ;

করুন ভূষিত বিধি হেন গুণে তাঁরে,
না হয় কাঁদিতে যেন স্মরিয়ে আমারে !”
হা হা রে হৃদয়-ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার !
উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাথায় !
কি করিব, কোথা যাব, নাহি পাই ঠিক,
ঘোর অন্ধকারময় হেরি চারি দিক !
প্রাণ করে ছট্ফট্ শরীর বিকল,
সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপিয়ে জ্বলে প্রবল অনল ।
সহেনা সহেনা আর যাতনা সহেনা,
রহেনা রহেনা প্রাণ দেহেতে রহেনা ।
হা আমার নয়নের আনন্দ দায়িনী,
হা আমার হৃদয়ের প্রফুল্ল নলিনী,
হা সরলে শুদ্ধশীলে সত্যপরায়ণা,
হা মানিনী গৌরবিণী ধৈরযভূষণা,
হা আমার প্রিয় পত্নী মনমত ধন,
হা আমার ভবনের উজ্জ্বল ভূষণ,
হা তাত, হা মাত, ভ্রাত কোথা গো সকল,
হা কি হ’ল, কোথা গিয়ে হই গো শীতল !
প্রণয় পরীক্ষা হেতু করিয়ে ছলনা,
সরলা লুকায়ে বুঝি দিতেছ যাতনা ?

অয়ি প্রিয়ে দেখা দাও, পরাণ জুড়াও,
বৃথা কেন লুকাইয়ে আমারে কাঁদাও।
পরাণ কাঁদিয়ে ওঠে না দেখে তোমারে,
তোমা বই কে আমার আছে এ সংসারে।
এই যে সরলা আহা সম্মুখে এয়েছে!
চাঁদ মুখ আধঢেকে দাঁড়ায়ে রয়েছে!
থামকা যাতনা দেওয়া ভাল হয় নাই,
লজ্জায় প'ড়েছে, তাই মুখে কথা নাই!
মুকুলিত হইতেছে যুগল নয়ন,
বিন্দু বিন্দু ঘামিয়াছে কমল বদন।
মধুর মৃদুল হাস্য রাজিছে অধরে,
অঙ্গযষ্টি অল্প অল্প থরথর করে।
মরি মরি কি মাধুরী, হায় হা[illegible]হায়,
কাছে এস প্রিয়তমে কাজ কি লজ্জায়!
হৃদয়ের ধনে আজি রাখিয়ে হৃদয়ে,
জীবন জুড়াই, থাকি সুশীতল হয়ে!
কই কই! কোথা গেল দেখিতে দেখিতে
সৌদামিনী লুকাইল খেলিতে খেলিতে!
দৃষ্টিপথে আবির্ভূত দ্বিগুণ আঁধার,
[illegible] বজ্রের ধ্বনি বাজে অনিবার।
হা[illegible] হৃদয় ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার!

## শোক-সংগীত।

রাগিণী— ললিত ; তাল—আড়াঠেকা।

হায় কি হ'ল, কোথায় গেল
আমার প্রিয় দুখিনী !
হৃদয় কেমন করে, কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণী।
এত সাধের ভালবাসা,
এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল হায় হায় হায় !—
চরাচর সমুদয়
শূন্যময় তমোময়,
বিষাদ বিষম বিষ দহে দিবস যামিনী !

ইতি বন্ধুবিয়োগ কাব্যে সরলা
নামক তৃতীয় সর্গ।

---

# চতুর্থ সর্গ

"মমানাঃ সর্যাতাঃ মপদি মজ্জূদোজোবিমমমাঃ"

কালিদাস।

যখন সকলে ত্যজে গেল ক্রমে ক্রমে,
শোক নিবারিতে নাহি পারি কোন ক্রমে।
বিষাদ বারিদ জাল সুখ সুধাকরে
ডুবাইয়ে রেখেছিল তিমির সাগরে।
কেহ যেন যমালয়ে লইয়ে আমায়,
ফেলে দিয়েছিল তপ্ত তেলের কড়ায়।
মস্তক তুলিতে হয় সভয় অন্তর,
লম্বমান লৌহ গদা ঘোরে ঘরঘর।

অহহ কি ভয়ানক নরক ব্যাপার!
বিষম জ্বলন্ত জ্বালা নিতান্ত দুর্ব্বার।
কে করে সান্ত্বনা, রাম, তুমি রে তখন,
হয়েছিলে বহু অংশে মম বিনোদন।
সংস্কৃত কবিদের কি কাব্য-মাধুরী,
সুধা-রস-ধারাবাহী রচনাচাতুরী!
কে বলে গো দেবলোকে বীণা বাজে ভাল,
শচীর হৃদয়ে রাজে পারিজাত মাল।
সরলতা গুণে গাঁথা অমৃতের ফুল,
এ মালার ত্রিজগতে নাই সমতুল।
বায়ুভরে মধু ঝরে, গন্ধে ভরভর,
কোকিল কুহরে, কিবে ঝঙ্কারে ভ্রমর।
দেখিলে শুনিলে দ্রব কঠিন পাষাণ,
প্রফুল্ল হইয়ে ওঠে শোকাকুল প্রাণ।
তুমি সেই কাব্য লয়ে নিকটে বসিতে,
মধুর গম্ভীর স্বরে পড়িয়ে যাইতে।
শুনিয়া সন্তোষে পূর্ণ হইত হৃদয়,
দূরে যেত শোক তাপ, শান্তির উদয়।
বড় খুসি হই আমি, ছাত্র পেলে ভাল,
তুমি তাই ছিলে, ছিলে নয়নের আলো।
জননী, জনমভূমি, সবে মুখে বলে,
কাজে কিন্তু কটা লোক সেই পথে চলে?

জন্মভূমি থাক্, জন্ম যাঁহার উদরে,
মানুষ হয়েছি যাঁর কোলে খেলা ক'রে ;
আমার ব্যারামে হয় যাঁর উপবাস,
হেরিলে মুখেতে হাসি যাঁর মুখে হাস ;
ক্রন্দন শুনিলে যাঁর কেঁদে ওঠে প্রাণ,
কি করেন, কোথা যান, কত হান্‌ফান্ ;
কোলে করি কত সুখ হয় যাঁর মনে,
কথা শুনি স্নেহ অশ্রু বহে দুনয়নে ;
কেলে কিষ্টি, বিশ্রী, ঘোর বিকট আকার,
গরবিণী ভামিনীর দুচক্ষের বার,
সকলেই চ'টে যায় দেখিলেই ছাঁদ,
সে-ও হয় যাঁর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ ;
রূপ গুণ ধন মান কিছু কাজ নাই,
প্রাণে বেঁচে থাক্ বাছা, শুদু এই চাই ;
এমন পরম ধন, জগতের সার,
প্রাণ দিয়ে শোধা নাহি যায় যাঁর ধার,
তাঁহাকেই আজ কাল লোকে বড় মানে,
মানের বদলে স্ত্রীর বাঁদী কোরে আনে।
বাবু হয়েছেন রাজা, বিবি রাজরাণী,
ছুট্ ছুট্ দাসী হোক্ দুখিনী জননী !
আরেরে দুরাত্মা, মদে হয়েছ মাতাল,
বিবি কি রাখিবে তোর ইহ পরকাল ?

অবশ্য আছেন বহু হেন ভাগ্যধর,
ধরেন জননী পদ মস্তক উপর।
অবশ্য স্বীকার করি দুই এক জন,
ধরেন জীবন জন্মভূমির কারণ।
জননী জন্মভূমি সম মাতৃভাষা.
যত কিছু মঙ্গলের তাঁর প্রতি আশা।
তাঁহার মঙ্গলে হবে দেশের মঙ্গল,
তাঁর অমঙ্গলে হবে দেশে অমঙ্গল।
যত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হইবে সঞ্চার,
যত তাঁর আলোচনা হইবে প্রচার,
ততই প্রবোধ সূর্য্য হইবে উদয়,
ততই জনমভূমি হবে আলোময়।
এই তত্ত্ব, সার তুমি বুঝেছিলে রাম,
মাতৃ ভাষা সাধনা করিতে অবিশ্রাম।
কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ মহাকবি,
এঁকেছেন যে সকল মনোহর ছবি,
সে গুলি তোমার ছিল নয়নে নয়নে ;
বাণী যেন বিহরেন কমল কাননে।
সাগর সম্ভূত রত্ন, অক্ষয়-ভাণ্ডার,
কেহ বলে অপরূপ, কেহ কদাকার,
কিন্তু তুমি কর নাই কভু অযতন ;
বঙ্গের সকলি তব আদরের ধন।

বাঙ্গালা পুস্তকে ছিল অত্যন্ত মমতা,
দুর্দ্দশা দেখিলে তার বুকে পেতে ব্যথা।
ধুলা ঝেড়ে, কোলে ক'রে হ'তে হরষিত,
ছেলে কোলে করে যেন পিতা প্রফুল্লিত।
স্বদেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে,
পড়েছে তাহারা সবে বাগ্‌দেবীর রোষে।
মূর্খতা তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার,
চারিদিকে ভ্রান্তি সিন্ধু অকূল পাথার
দ্বেষ হিংসা কলহের তরঙ্গ ভীষণ,
উদ্বেগ সন্তাপ বহে প্রচণ্ড পবন,
ঘোরতর অন্তগত বিজ্ঞান মিহির,
কি কর্ত্তব্য, কি করিছে, কিছু নাই স্থির।
সে দিন, কি শুভ দিন হইবে উদয়,
যে দিনে তাদের মন হবে আলোময়!
একেবারে নিবে যাবে কচ্‌কচি কলহ,
পরিবারে পরস্পরে হবে প্রীতি স্নেহ।
সকলেই সকলের হিতে দিবে মন,
অহিতের প্রতীকারে করিবে যতন।
সকলেরি মুখে হাসি, খুসি মন প্রাণ,
মহানন্দে সারদার গাবে গুণগান।
কোথাও ললিত বালা অচল নয়নে,
নতমুখে শিল্প কর্ম্মে আছে এক মনে।

কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার,*
শিখান সহজে কত কথা সার সার।
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে,
আছেন কবিতামৃত রস আস্বাদনে।
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অধিষ্ঠান,
আহা সেই স্থান কিবে হয় শোভমান!
যে দিন কল্পনা পথে করি বিলোকন,
পরম আনন্দে আমি হতেছি মগন;
সে দিনে তোমার ছিল সবিশেষ লক্ষ্য,
তার অনুষ্ঠানে হতে সর্ব্বথা স্বপক্ষ।
যখন যা প্রয়োজন সেই বহি নিয়ে,
বেড়াইতে বামাদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে।
ইহাতে সহিতে হ'ত কতই লাঞ্ছনা,
ঘরে পরে পিতৃ-স্থানে বিবিধ গঞ্জনা।
তবু স্বদেশীয় ভগ্নীগণের শিক্ষায়,
কভু আমি ভগ্নোৎসাহ দেখিনি তোমায়।
যাদের তেজস্বী মন খাঁটি পথে ধায়,
তারা কি দৃক্‌পাত করে ও সব কথায়?
যাক্ মান, যাক্ প্রাণ, নাই প্রয়োজন,
অবশ্যই করা চাই কর্ত্তব্য সাধন।
মানিতে আমারে তুমি গুরুর মতন,
করিতে মিত্রের মত প্রীতি প্রদর্শন।

বিপদে সহায় ছিলে, দুখী ছিলে দুখে,
সম্পদে সন্তুষ্ট সখা, সুখী ছিলে সুখে।
দেখিলে ন্যায়ের কার্য্য প্রশংসা করিতে,
অন্যায় অঙ্কুর মাত্রে বিরক্ত হইতে।
ছেলেবেলা হয় নাই বিদ্যা-আলোচন,
উদ্ধত ব্যাভার ছিল তোমার তখন।
কিন্তু কভু মজ নাই, অসৎ আচারে,
পরমন্দ পরদ্বেষ নেশা ব্যভিচারে।
অবশ্যই মনে ছিল মহত্ত্বের মূল,
নহিলে সময়ে কভু ফোটে কি সে ফুল?
শুদু বিদ্যা শুদু নয় মহত্ত্ব-সাধন,
যার যে প্রকৃতি, ঠিক সে হয় তেমন।
স্বভাব হইলে সৎ, বিদ্যার প্রভায়
সকলের সুখকর শুভ শোভা পায়।
অসৎ হইলে, সৎ বলি বা কেমনে,
ভুজঙ্গ মস্তক মণি শোভে তো কিরণে।
চটকেতে ভুলে যারা কাছে যায় তার,
ছোপলে ছোপলে শেষে প্রাণ বাঁচা ভার।
তোমার প্রকৃতি ছিল স্বভাবসুন্দর,
পড়েছিল বিদ্যালোক তাহার উপর;
তাহাতেই হয়েছিল অতি মনোরম,
শীলতা নম্রতা দয়া ছিল অনুপম।

শেষে করি শৈশবের ঔদ্ধত্য সংহার,
আহা কিবে হয়েছিল নম্র ব্যবহার !

পাদপে ধরিলে ফল,
নীরদে পূরিলে জল,
নত হয়ে রয় কিবে শোভা মনোহর !
গুণ বিদ্যা ভারভরে,
মানবে বিনম্র করে,
হেরে তারে সকলের জুড়ায় অন্তর ।

বাঁচিয়ে থাকিলে তুমি বংশ হ'ত আলো,
এ দেশের, এ জাতির ঢের হত ভাল !

হা হা প্রিয়গণ, অল্পক্ষণ সুখ দিয়ে,
প্রণয় পবিত্র প্রভা প্রকাশ করিয়ে,
অরুণ উদয়ে তারাগণের মতন,
যৌবন উদয়ে সবে হ'লে অদর্শন !
জগতের জ্বালা হ'তে পেয়ে অবসর,
নিদ্রিত রয়েছ মহা-নিদ্রার ভিতর ।
তোমাদের পক্ষে এবে সব সমুদয়,
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয় ।
কিবা ঘোরতর বজ্র-নিনাদ ভীষণ,
কিবা সুমধুর তর বীণার বাদন,
কিবা প্রজ্বলিত দিনকর খর জ্যোতি,
কিবা পূর্ণশশধর-নির্ম্মল-মালতী,

কিবা বিদ্যুতের খেলা নীরদ মণ্ডলে,
কিবা কমলের শোভা ঢল ঢল জলে,
কিবা সাধুদের মুখে প্রশংসার গান,
কিবা নিন্দুকের তূণে বিষে শাণা বাণ,
কিবা প্রিয় বান্ধবের শোক হাহাকার,
কিবা শত্রু শকুনির সানন্দ চীৎকার ;
কিছুই এখন আর অনুভূত নয় ;
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয় !
হায়রে মনের সাধ মনেই রহিল,
বসন্ত মুকুল জাল আতপে দহিল !

ইতি বন্ধুবিয়োগকাব্যে রামচন্দ্র
নামক চতুর্থ সর্গ।

---

সমাপ্ত।